Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-III, Issue-IV, April 2015, Page No. 1-3
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের বসতি এলাকায় অবাংলা ভাষাভাষীদের ঔপভাষিক মিশ্রণ

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

Abstract

Through the year 1947 gave political Independence to India but it brought with it the problems of migration violence, etc. Immediately after the independence thousands of refugees from East Pakistan, presently Bangladesh migrated to West Bengal in India. This migration had a serious impact in the language and dialect of the people settled in Eastern part of Baghirati. The dialect of the people of East Pakistan got mixed with the people of East Baghirati region that it created a new dialect. This paper studies the language that is spoken by the people residing in the region.

দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাঙলা দেশ) থেকে বহু লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এই বিপুল ঠাঁই নাড়ায় তাদের নতুন বসতিতে তাদের মূল ঔপভাষিক প্রবণতার অবিমিশ্র বৈশিষ্ট্য রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধকারের নিজের পরিবার চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে কর্মসূত্রে যেখানে ঠাঁই করে নিলেন সেখানে চট্টগ্রামের মানুষ প্রায় ছিলেনই না। অথচ সেই অঞ্চলে পূর্ব বাংলার বিপুল উদ্বাস্তু মানুষের-বসতি গড়ে উঠেছিল। ফলে সমগ্র পরিবারটিই পারিবারিক, ব্যবহারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বাড়ি অর্থাৎ পারিবারিক সদস্যগণের মধ্যে পারিবারিক পরিবেশে বাড়ির ভাষা ব্যবহারিক ভাষা এবং সামাজিক ভাষা বাচনভঙ্গির মধ্যে যে বিচিত্র মিশ্রণ সৃষ্টি করে তার সাধারণ পর্যবেক্ষণ এই প্রবন্ধকারকে কৌতূহলী করে তোলে। তারই পরিণতিতে তার আগ্রহ জাগে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের ঔপভাষিক মিশ্রণ নিয়ে গবেষণায়।

ঔপভাষিক মিশ্রণ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে হলে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে সে হল ভাষিক জনগোষ্ঠির বৈশিষ্ট্য। আর প্রয়োজন গরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠি এবং তাদের পেশাগত জীবিকা অর্জনের। যেমন কোন গোষ্ঠি কোথাও নতুন বসতি গড়ে তুললে তাকে স্থানীয় বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়; বাজারের বিক্রেতাগণ স্থানীয় যে ভাষায় বা বাচনভঙ্গিতে নিজেদের প্রকাশ করে তাকে রপ্ত করে নবাগতকে নিজেদের প্রকাশ করতে হয়। আবার পরিষেবা প্রদানকারী যদি নিজেই সচল হন তবে এর বিপরীত ঘটে। ভোক্তা জনগোষ্ঠির ভাষায় তাকে উপস্থাপনা করতে হয়। এমনি করে কর্মসূত্রে শ্রমদাতার প্রয়োজন সর্বাধিক, ফলে তাকে নিয়োগকর্তার বোধগম্যতা অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করতে হয়। আবার সামাজিক মেলা মেশা, উৎসব অনুষথান ইত্যাদিতে ব্যক্তিকে প্রকাশ করতে হয়। এই সামাজিক এবং উৎসবের মেলামেশায় শুধু ধর্মীয় বা পারিবারিক নয় অন্যান্য ধরণের রাষ্ট্রীয় উৎসব, ক্রীড়ানুষ্ঠান, আমোদপ্রমোদ এ সবও রয়েছে। ফলে সব কিছু সংখ্যালঘুর উপর প্রভাব বিস্তার করে, নিজেকে অন্যদের কাছে তাদের বোধগম্যরূপে উপস্থাপনার প্রয়াসই যখন বিপরীত ক্রমে কম সক্রিয় থাকে তখনই কোন একটি ভাষিক গোষ্ঠির উপর অপর গরিষ্ঠ বা প্রভাবশালীভাষার প্রভাব প্রথমোক্ত ভাষার ঔপভাষিক মিশ্রণ ক্রিয়াশীল হয়। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই মোটামুটি ভাবে পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চলের একাংশে আদিবাসী, অবাংলাভাষী ও উদ্বাস্তুদের ভাষার ঔপভাষিক মিশ্রণ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভৌগোলিক এবং জনবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই এর প্রমাণ মিলবে।

দেশভাগের আগে ও পরে পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের জনবসতির ক্রম-বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে একদিকে যেমন স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আদিবাসী সম্প্রদায় বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি গড়ে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছে, তেমনি দেশ বিভাগের পর প্রবল জনস্রোত এখানে আছড়ে পড়েছে। এসেছে কর্মোপলক্ষে ভিন্‌রাজ্যের মানুষেরাও। তার পূর্বে স্থানীয় পশ্চিমবঙ্গীয় মানুষেরও বসবাস কম ছিল না। যেহেতু ভাগীরথী পশ্চিমবাংলার প্রধানতম নদী, তাই চাষবাস, ব্যবসায় বাণিজ্য ও ছোট বড় শিল্পকে কেন্দ্র করে বহু অবাংলাভাষীও এখানে এসে ভীড় করেছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে একদিকে আদিবাসী সম্প্রদায় অন্যদিকে অবাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায় এবং উদ্বাস্তু সম্প্রদায় মিলেমিশে এখানে একাকার হয়ে গেছে। তাদের ভাষা সামাজিকতা এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে ক্রমশঃ মিলন-মিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। এই মিলন-মিশ্রণ এবং তার বৈচিত্র্য ভাষাগত দিক থেকে অনুসন্ধিৎসু ভাষাবিজ্ঞানীর আগ্রহণীয় বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা যায়। আর সেই কারণে আমি এইভাবে ভেবেছি।

ঐতিহাসিক কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভাগীরথী নদীর পূর্বাঞ্চল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তার ধারা এখনো সমভাবে বর্তমান। ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত। ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়িক

এলাকার কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য ত্রিবিধ কারণেই বৃহত্তর অংশের কেন্দ্র বিন্দু ছিল এই ভাগীরথী নদীর পূর্বপাড়ের অঞ্চল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গটিও ১৮৫৭ সালে দেখা দিয়েছিল ভাগীরথীর পূর্বপাড়ের ব্যারাকপুরে। ভাগীরথীর দুইতীরে প্রাক-স্বাধীনতা এবং উত্তর-স্বাধীনতাকালে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল তার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিও এই এলাকাতেই। আবার ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে যে উদ্বাস্তুস্রোত পশ্চিমবাংলায় আছড়ে পড়েছিল তার প্রায় সবকটি প্রবেশদ্বারও এই পূর্বতীরের এলাকা ধরেই।

ভাগীরথী পূর্বতীরের সীমানা এমনভাবে নির্দিষ্ট যে দেশ বিভাগের সীমানা যেন তেমন করেই টানা হয়েছে। পশ্চিমে ভাগীরথী পূর্বে পদ্মা রাজমহল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই দুই নদীর দোয়ার অঞ্চলকে যদি একটি ত্রিভূজ কল্পনা করা যায় যার ভূমি দক্ষিণে সাগর এবং শীর্ষবিন্দু উত্তরে মুর্শিদবাদ জেলার ফরাক্কা তবে শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমি পর্যন্ত লম্ব অঙ্কন করলে যে অংশ, এই দ্বিখন্ডিত অংশের পশ্চিমভাগই ভাগীরথীর পূর্বতীরের অববাহিকা অঞ্চল বা পূর্বভাগীরথী অঞ্চল। এবং এই বিভাজন-রেখাই মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের সীমানাকে প্রায় সমদ্বিখন্ডিত করছে ঔপভাষিক অঞ্চল বিভাজনেও।

স্বাভাবিকভাবেই পূর্বে লিখিত কারণগুলির জন্য এই অঞ্চলে দেশবিভাগোত্তর উদ্বাস্তু স্রোতপ্রবাহ বাদ দিলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকে নানা ভাষাভাষী মানুষ ব্যবসায়িক কারণে, এবং শিল্প-শ্রমিক হিসেবে এখানে এসেছে। বিশেষভাবে হিন্দীভাষাভাষী এলাকার মানুষ। ফলে এই এলাকায় ব্যাপকভাবে বিভিন্ন এলাকার মানুষের কথ্যভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। যাকে ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রে বলা যেতে পারে ঔপভাষিক মিশ্রণ।

পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবাংলার প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে আগত মূলতঃ হিন্দীভাষাভাষী এলাকার মানুষদের বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে অপর যে জনগোষ্ঠিকে আমরা পাই তারা আদিবাসী। আদিবাসীদের সংজ্ঞার উল্লেখ না করে সুবিধার জন্য এঁদের সহজে চিহ্নিত করা যেতে পারে সরকারী পর্যায়ে ব্যবহৃত একটি সাংবিধানিক শব্দ দ্বারা। শব্দটি 'সিডিইলড্ ট্রাইব' বা তফশিলী উপজাতি।

এই আদিবাসী জনগোষ্ঠির নিবিড় বসতির বিস্তার প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। সংসদ কিংবা বিধানসভার সংরক্ষিত আসনগুলি পর্যালোচনা করলেই এর পরিসংখ্যানের যথার্থ বোঝা যাবে। পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চলের জনবসতিতে এঁদের নিবিড় কোন বসতি নেই। যা আছে তা কতগুলি পকেট বা বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি। তবে এগুলি কমবেশি ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের সবকটি জেলার প্রায় প্রতিটি থানা এলাকায়। বাংলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠির মতই এঁদেরও নিজস্ব উপভাষা এবং তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কয়েক হাজার বছর ইন্দোইরাণীয় ভাষার প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা শাখার বিবর্তনজাত মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ট সম্ভূত বাংলা ভাষার প্রভাবে থেকেও এঁদের গোষ্ঠিভাষাগুলি তাঁদের স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। বরঞ্চ বর্তমানে এই স্বাতন্ত্র্য আরও বেশি প্রকট হতে চাইছে নিজেদের ভাষার নিয়ত চর্চায় বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ব্যবহারে এবং সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে। তবে এমনিতে ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষার হার এবং এই সুবাদেই এঁদের উপভাষা গোষ্ঠিগুলির সবকটির নিজস্ব বিশেষ কোন লিপি নেই। বাংলা-বর্ণমালাই ধ্বনিগতভাবে আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির ভাবপ্রকাশের সংকেত হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। যদিও বর্তমানে এইসব আদিবাসী গোষ্ঠির নিজস্ব মৌলিক লিপির প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

এই আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির মধ্যে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, পাহাড়িয়াগণই এই রাজ্যে প্রধান। ভাগীরথীর পূর্বতীরের অঞ্চলে কোথাও কোথাও এই সব উপজাতিদের কিছু কিছু গোষ্ঠি নানাকারণে বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে এবং কোথাওবা এঁরা পরিযায়ী চরিত্রের। কাজের নির্দিষ্ট মরসুমে অস্থায়ী বাসিন্দা। ফলে দেখা যায় যে, এঁদের কথাবার্তায়, শব্দপ্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অনুধাবনযোগ্য।

আবার এঁদের ভাষায় এই যে প্রভাব এরও তারতম্য দেখা যায় গোষ্ঠিভেদে এবং বৃত্তিভেদে। যে গোষ্ঠিগুলি দলবদ্ধ কাজে বেশি নিযুক্ত থাকে তাঁদের উপর এই ঔপভাষিক প্রভাব আনুপাতিক কম। অঙ্কের হিসেবে হয়তো পরিসংখ্যান তেমন প্রস্তুত সম্ভব নয়, কিন্তু এই ঔপভাষিক প্রভাবের প্রবণতা আকর্ষণীয়। সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং পাহাড়ি বা মুন্ডাদের উপরে এই ঔপভাষিক প্রভাবেরও পার্থক্য রয়েছে।

পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চলেরও এইসব উপজাতি গোষ্ঠিগুলি প্রধানতঃ দূরকমভাবে জীবিকা অর্জন করে থাকে। এক ... গোষ্ঠিগত, ইঁটভাটা বা ঐ জাতীয় কাজ, যেখানে তাঁদের জীবনযাপন এবং কাজের মধ্যে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠিপনা বর্তমান। দুই ... কৃষি বা অন্য কাজ (দিন মজুর ও পশু পালন) যে কাজে তার নিজস্ব গোষ্ঠির সঙ্গে দলবদ্ধ কাজের সুযোগ সীমিত। পক্ষান্তরে স্থানীয় বাংলাভাষীদের সঙ্গে সরাসরি ভাষিক সংযোগের সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া অন্যভাবে এঁদের দুভাগে ভাগ করা যায়, (এক) ঐ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। (দুই) পরিযায়ী, এদের দেখা মেলে ইঁটভাটা বা ঐ জাতীয় মরশুমী ঠিকা কাজে যূথবদ্ধ নিয়োগে।

আদিবাসী ছাড়াও এই অঞ্চলের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু তাই তাঁদের মধ্যেও ভাষাগত নানারকমের প্রভাব এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। এইসব উদ্বাস্তু পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত তাই তাদের কথ্য-ভাষার মধ্যে মিশ্রণজাত নানারকম ঔপভাষিক মিশ্রণ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যকেও আমরা এখানে ধরবার চেষ্টা করেছি।

এই দুই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠি ছাড়া অন্য আর যাঁরা এই গবেষণা পরিমন্ডলের অর্ন্তভুক্ত তাঁরা অন্য রাজ্যের বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে এমন কি কয়েক পুরুষ ধরে এই পূর্বভাগীরথী অঞ্চলে বসবাস করেছেন। এঁদের মধ্যে বিহারী, পঞ্জাবী এবং উড়িষ্যাবাসীরাই প্রধান। ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ভাবতা, বেলডাঙ্গা, পলাশী, দেবগ্রাম, চাপড়া, বেথুয়াডহরী,

ধুবুলিয়া, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, মাজদিয়া, বগুলা, কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, ব্যারাকপুর, দমদম এবং জাতীয় সড়কের দুধারে এঁদের যথেষ্ট সাক্ষাৎ মেলে, যার সীমানা বিস্তৃত কলকাতা ছাড়িয়ে ডায়মন্ডহারবার, বজবজ, সোনারপুর থেকে সাগর পর্যন্ত। সর্বোপরি কলকাতা তো রয়েছেই। তবে কলকাতা সম্পূর্ণভাবেই এক জটিল কসমোপলিটন শহর। এই সবদিক বিবেচনা করেই এই এলাকাগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে আদিবাসীদের তুলনায় শ্রেণি বিভাগ জটিল। স্বাক্ষর-নিরক্ষর, সচল-অচল ভেদে সর্বোপরি নিযুক্ত কর্ম এবং পরিবেশ ভেদে এঁদের উপর স্থানীয় উপভাষা ক্রিয়াশীল।

সুতরাং সমগ্র লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করা যায় যে, (এক) পূর্বভাগীরথীর অঞ্চলভেদে স্থানীয় বাংলা ঔপভাষিক ভাষাগোষ্ঠির ভাষিক প্রভাব এই সকল আদিবাসীর উপভাষার উপরে কিভাবে ক্রিয়া করেছে। (দুই) ভিন্ন রাজ্য থেকে আগত বহিরাগতদের ভাষার উপর পূর্বভাগীরথীর আঞ্চলিক বাংলা ভাষা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে জনজীবনে মিশে থাকায় তাঁদের সামগ্রিক মিশ্র প্রভাব।

তথ্যসূত্র / গ্রন্থঋণ:

১। সেন মুরারী মোহন, ভাষার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৬
২। হক আজিবুল, ভাষাতত্ত্বে নূতন দিগন্ত, রাজশাহী, বাঙলাদেস, ১৯৮১
৩। বোস দেবেন্দ্রনাথ, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার গ্রাম্যশব্দ, সা. প. প. ১৬ বর্ষ, ১৩১৬
৪। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, পঃবঃ আদিবাসী সমাজ, কলি, ১৯৮৭
৫। আদিবাসী সমাজ ও পালাপার্বন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা, ২০০৫
৬। সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৭৯
৭। মনিরুজ্জমান, ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন, বা. একা., ঢাকা, ১৯৮৫
৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অসীম কুমার, নদীয়া জেলার উপভাষা, পান্ডুলিপি
৯। সরকার পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, কলিকাতা, ১৯৮৫
১০। শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, কলিকাতা, ১৯৮৪
১১। চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪
১২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জেলা চব্বিশ পরগণা উপভাষা, সা.প.প. (৫১ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা)

1) Language, L. Bloomfield, Delhi, 1963
2) Census of India, J.C. Catford, Series 22 W.B. 1971
3) Census of India, J.C. Catford, Series 23 W.B. 1981
4) Linguistic Survey of India, G.A.Grierson, Cal – 1903-27
5) Hand book on S.C. & S.T. Tribes of W.B. A.K.Das & Ors, 1966
6) Census – 51, W.B. (The Tribes & Cast of West Bengal), Amibea, Cal – 1951
7) The Phonems of Bengal, Chowdhury Munir, 1960
8) A Linguistic Speculation of HINDUS, Chakraborty P.C, C.U. – 1933
9) History of Bengal, Majumder R.C., 1705-1757
10) Freedom Fighters in Bengal, Sarkar, 1955
11) Some Indian Tribes, N.K.Bose, Cal
12) Socio Economic Condition of Nadia-Mursidabad, 17th, 18th & 19th century.
13) Language in the Modern world, S. Potter, Penguin Books – 1964
14) Nawabi Period (Alib And Serajud-daulla) – 1935
15) Nadia in Early British Period for 1700-1800 century A.D.
16) Census 1951, 1991, 2001, 2011 A. Mitra & Electronic Media, Cal
17) Language Movement in India, E(ed) Annamalai (DV), Myshor – 1979
18) Language An Introduction to the Study of Speech, E. Spier, 1961

*****